বেদবতী।

বা

পতি-প্রাণা।

চম্পূ-নাট্য।

"কালাপাহাড়" প্রণেতা—

শ্রীহরিশ্চন্দ্র হালদার

প্রণীত।

আকাশোহ সৌদিশঃসর্ব্বা যদি নশ্যন্তি বায়বঃ।
তথাপি সাধ্বী শাপস্তু ন নশ্যতি কদাচন॥

ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরা।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মাঘ ১৮০৩ শক।

প্রস্তাবনা।

ইমন্-ভূপালী—একতালা।

পতি, প্রাণ ধন ;
নারী হৃদয় শোভন কারণ;
রসিকা নবীনা বালা বিমোহন।
সতী অতি যতনেরি ধন ; পতিপ্রাণা দেখ
সবে কিবা প্রেম অতুলন।
উৎস উথলিয়া যথা ত্রিভুবন ভাসিছে।
নবমাধুরী প্রকাশী চারু শশী উদিছে।
জীবন মরণ বিনা এ ধন।

(পটক্ষেপণ।)

চম্পূ-নাট্যোক্ত পাত্রগণ।

বেদশীরা (নায়ক)	...	ব্রাহ্মণ।
মাণ্ডব্য	... ...	মুনি।
নারদ	... ...	মহর্ষি।
দুই জন চাষা	...	... ...
বেদবতী (নায়িকা)		বেদশীরার পত্নী।
সুরলতা	... ...	বারবিলাসিনী।
নয়না বিমনা	}	সুরলতার সখীদ্বয়।
যামিনী	... ...	... ...
ভগবতী	... ...	... ...

সখীগণ, কুলবালাগণ, দেববালাগণ, একজন স্ত্রীলোক, সন্তান।

পৌরাণিক-ঘটনা।

বেদবতী।

বা

পতিপ্রাণা।
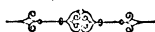
চম্পূ-নাট্য।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

[বেদবতীর গৃহ।]

(বেদশীরা শায়িত ও তৎপার্শ্বে বেদবতী আসীনা)

বেদতী। (স্বগত) হা বিধি! এ পোড়া কপালে আর কি সুখ হ'বে? কত দেবতার পূজা কল্লুম, ব্রত কল্লুম, বলি আমার স্বামীর পীড়া আরাম হ'ক। না—যে কে সেই। সবই মিছে হ'ল। চিরকালটাই ঔষধ পত্র; আজ এটা হ'ল—কাল ওটা হ'ল—পরশু প্রাণটা ধড় ফড় কচ্চে। এক দিন যায় না এক যুগ যায়! যেন প্রাণপণে সেবা

সুশ্রূষাই কল্লেম, তা বলে এমন কষ্ট প্রাণের ভিতর কেমন করে সহ্য করি। মাতঃ অম্বিকে! তুমিত রমণীগণের প্রাণের কি কষ্ট তা জান। স্বামীই অবলার গতি; স্বামী বিনা জগতে আমাদের আর কি আছে। মা এই বর দিন, যেন আমার স্বামীর গলিত কুষ্ঠ আরাম হয়। মা আর কিছু চাহি না এই আমার ইহ জীবনের জলন্ত সাধ!

বেদশী। পতিপ্রাণা! আজ আমার প্রাণের মর্ম্ম স্থানে যে আঘাত লাগ্‌ছে। ওঃ আমি যে ক্ষণ মুহূর্ত্তও স্থির থাক্‌তে পাচ্চি না। আমার কাছে এস তোমায় দেখে এ দগ্ধ হৃদয় শীতল করি।

বেদতী। স্বামিন্ এইত আমি কাছে রহিছি। আহার নিদ্রা ত্যাগ করেও আমিত রাত্র দিন আপনার চরণ সেবা কচ্ছি। (ব্যাকুল ভাবে) কি পীড়া হ'ল নাথ! কি ক'র্‌ব।

বেদশী। ওঃ বড় মর্ম্ম পীড়ায় আমায় আকুল করেছে। সর্ব্ব শরীরের গ্রন্থিগুলা যেন খসে পড়্‌ছে। শীরা সব ছিন্ন ও অবসন্ন হ'ল এমনি বোধ হ'চ্চে। ধমনিতে রক্ত বুঝি আর প্রবাহিত হয় না! আর পারিনে—পতিপ্রাণা আমায় বাঁচাও—বাঁচাও—

বেদতী। হা ভগবান কি কল্লেন? এই সাত দিন্ উদরে জল পর্য্যন্তও যায় নি। কায়মনে স্বামী সেবা কচ্ছি। তবু কি আপনার এই হীন অবলার প্রতি একটু দয়া হ'ল না? প্রভো! এ ক্ষুদ্র অবলা হৃদয়ের প্লাবিত অশ্রু কি আপনার চরণ ধৌত কর্ত্তে পাচ্চে না? বলুন আমি কি অপরাধে অপরাধিনী! হায়! এরোগের কি ঔষধ নাই?

মা জগৎ জননী! স্বামী যে অবলার কি বস্তু তা তুমিই মা অন্তরে জান। মা তোমা বই পতিপ্রাণাকে স্নেহের চক্ষে আর কে দেখ্‌বে? হায়! স্বামীর কিসে দুঃখ দূর করি।

ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

কেমনে যাতনা প্রাণে সহিবে ললনা হায়!
কোমল কুসুম কলি নিরবে শুকায়ে যায়।
দুরন্ত কৃতান্ত করে, একান্ত প্রাণান্ত করে,
ছিঁড়িয়াছে পাতাগুলি, বৃন্তটী ছেদিতে চায়।

বেদশী। ও পতিপ্রাণা! আমি আর একলা এ অন্ধকার গৃহে থাক্‌তে পাচ্চি না। আমার বেড়াবার ইচ্ছা হ'য়েছে। আমি এখনি স্বভাবের শোভা দেখ্‌ব। আমায় বাহিরে ল'য়ে চল।

বেদতী। স্বামিন্! আপনি কি করে যাবেন আপনার শরীরে যে লাগ্‌বে।

বেদশী। না আমায় নিয়ে যেতেই হ'বে। আমি যে আর শূন্য হৃদয় বহিতে পারি না। উঃ কি অন্ধকার! যেন প্রতি মুহূর্ত্তে নরকযন্ত্রণা ভোগ কচ্চি। আমাকে সদা সর্ব্বদা যেন প্রেতযোনীতে ঘিরে রয়েছে। এদের আর যে দারুণ প্রহার সহ্য কর্ত্তে পাচ্চি না। আমায় এ স্থান থেকে শীঘ্র ল'য়ে চল।

বেদতী। অবশ্যই নিয়ে যাব; বলুন কোথা যাবেন? চল্‌তে ত' কোন ব্যথা পাবেন না?

বেদশী। পতিপ্রাণা আমায় ধর।

বেদতী। (হস্ত ধরিয়া) নাথ এই যে কোথায় যাবেন?

বেদশী। আমায় নগরের মধ্যে ল'য়ে চল।

বেদতী। আজ সে কোলাহলপূর্ণ স্থানে কি করে যাবেন? তাতে আমি স্ত্রীলোক! কি করে আপনাকে নিয়ে যাবো।

বেদশী। তবে আমার আজ্ঞা পালন কর্ব্বে না?

বেদতী। নাথ! কবে আপনার আজ্ঞা লঙ্ঘন করেছি যে রাগ কচ্চেন? যদি সূর্য্য পশ্চিমে উদয় হয় তবু আমার পতিসেবার কিছুই ত্রুটি হ'বে না। যদি চল্লে আপনার কষ্ট হয় সেই জন্যই আপনাকে বল্‌ছি।

বেদশী। না—কিছুই কষ্ট হ'বে না। আজ কি তিথি বল্‌তে পার?

বেদতী। আজ পূর্ণিমা তাও কি আপনি জানেন না? আজ নগরে মহা উৎসবের দিন। আজ কৌমুদী-মহোৎসব। আজ সকলে কুমুদহার পূর্ণশশীর গলায় দিয়ে পূজা কর্‌বে। কুলবালাগণ হেমঘট কক্ষে করে সুশীতল বারি যমুনা থেকে গান কর্ত্তে কর্ত্তে নিয়ে আস্‌বে। আজ নগরের চারিধারেই আনন্দস্রোত বহিবে। প্রতি ঘরেই নাচ গান হ'বে। হায়! কেবল এক মাত্র অভাগিনীর হৃদয়ে সুখের লেশ মাত্রও নাই। কেবল অহরহ তুষানল জ্বল্‌ছে।

বেদশী। পতিপ্রাণা! দেখ দেখ, কি বিকট দৃশ্য! বিকট হাস্য! আমি যে যথার্থই এখানে ভূতগ্রস্থ হয়েছি। কি ভয়ানক! যেন আমাকে লক্ষ্য করে মাত্তে আশ্চে যে!

বেদতী। নাথ! যতক্ষণ আমি আপনার কাছে থাক্‌ব ততক্ষণ আপনার কিছু আশঙ্কা নাই। আমার প্রাণ থাক্‌তে আপনার কেও অনিষ্ট সাধন কর্ত্তে পার্ব্বে না। পবিত্র মনে মা জগদম্বার ধ্যান করুন দেহ মন পবিত্র হ'বে।

বেদশী। না আমার পূজা কর্ব্বার ইচ্ছা নাই। আমায় এখান থেকে শীঘ্র ল'য়ে চল। আমার যে হৃৎকম্প হ'চ্ছে। উঃ ঐ যে—ঐ যে—আবার—আবার—না না না, আমি আজ মনের সাধে কৌমুদী-মহোৎসব দেখ্‌ব।

বেদতী। তবে চলুন। (হস্তধারণ করিয়া)

বেদশী। দেখ' হাত আস্‌তে ধর; লাগে যে!

বেদতী। এই ত আস্তে ধরিছি চলুন না।

বেদশী। কই চল্‌তে পারি কই! না—না—না—আমায় ধরে নিয়ে চল।

বেদতী। (ধরিয়া) এই যে এইবার আসুন।

(উভয়ের প্রস্থান।)

(পটক্ষেপণ।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(আলোকমালা-সজ্জিকৃত-যমুনা-তট।)

শশাঙ্ক উদয়।

[কুন্দমালা হস্তে কুলবালাগণ হেমঘট কক্ষে করিয়া গান গাহিতে গাহিতে প্রবেশ।]

(গতভাঙ্গা) ছায়ানট—একতালা।

আয় সবে মিলি জুলি, চোকে চোকে খেলি খেলি,
নাচিবি হেলিদুলি, খুলিবি প্রাণ।
জ্বর জ্বর কামিনী, মদন বাণেতে স্থির নহে প্রাণ।
কলকল তটিনী, খল খল যামিনী,
সুনীল অম্বর মাঝে শোভে চারু শশধর।
লাজভয় তেজিয়া—, প্রমোদ-নীরে হও নিমগন।
ঝুরু ঝুরু সমীরণ, হিয়া গুরু সিহরণ,
প্রমোদেতে খসে পড়ে কটীতে বাঁধ বসন।
জ্বর জ্বর কামিনী, মদন বাণেতে স্থির নহে প্রাণ।
উড়্ উড়্ কেশ পাশ, দুরু দুরু বহে শ্বাস,
গেঁথে দেলো ত্বরা করি শশীগলে ফুল হার।
সুধামাখা যামিনী—, খুলে দেলো আধ-ঘুমে দেহ-
মন-প্রাণ।

১ম কু। আজ দেখ ভাই কেমন নীল গগণে চাঁদখানি প্রাণ ভ'রে হাসছে।

২য় কু। সত্যি সত্যি যেন ভাই প্রকৃতি সুন্দরী কেমন একখানি শ্বেত অম্বর পরে হাসছে!

৩য় কু। আবার দেখ! মধুর পবন যেন ঢলে ঢলে হাসতে হাসতে গায়ের উপর দিয়ে মাড়িয়ে যাচ্ছে।

২য় কু। আহা দেখ কেমন তটিনী বালা নেচে নেচে জোছানা কিরণ মেখে কেমন খল্ খল্ করে হেসে হেসে দৌড়ে যাচ্ছে। ভাই এসব কবিহৃদয়ের ভাব!

১ম কু। আজ ভাই যথার্থই কৌমুদী-মহোৎসব বলে মানিয়েছে। দেখ নগরের কেমন চারিধার আলোক মালায় সাজিয়েছে। যমুনার তীরেতে কত দীপ দিয়েছে দেখ!

৩য় কু। আহা! মা যমুনা যেন মণিময় হার গলায় পরেছেন?

১ম কু। এই চাঁদের হাসি, যমুনার হাসি, পবনের হাসি, প্রকৃতির হাসি দেখ্‌লে কার না প্রাণ আনন্দে নৃত্য করে?

২য় কু। কিন্তু ভাই বেদবতীর কি কপাল! মাগো অমন কপাল যেন আর কারও না হয়। রা দিন স্বামী সেবা বই আর কথাটী নাই।

৪র্থ কু। বলি কি বলিস্ লো, বলি দু দণ্ডের জন্যও কি তার একটু হাস্‌বার অবসর নাই।

২য় কু। আরে না—না—না, অমন পতিপ্রাণা মেয়ে আর কি হ'বে? স্বামী কুষ্ঠরোগে একেবারে দরে পড়েছে;

কাছে জন প্রাণি ও যায় না। কেবল মাছি গুলো সেই গলিত মাংসের উপর উড়ে উড়ে বস্‌ছে। সে তাই অনিমিষ নয়নে তাড়াচ্ছে। কোন যে ঘৃণা, কি কিছু, তা নাই।

৪র্থ কু। আহা! শরীরের কথন কি দশা হয় তা কে বল্‌তে পারে! বিধাতার চক্র বোঝা ভার! কিন্তু যাই বল আর যাই কও অমন যার স্বামী তার বিষ খেয়ে মরাই ভাল।

১ম কু। আহা—হা—হা—কি কথাই বল্লি আর কি! দূর্‌লো—স্বামী হাজার কুরূপ হ'ক কুচ্ছিৎ হ'ক, তার চোকে ওই সোনা।

৩য় কু। তা না হ'লে আমাদের বেদবতীকে পতিপ্রাণা মেয়ে বল্‌বে কেন বল্ দেখি?

(বেদশীরাকে লইয়া বেদবতীর প্রবেশ।)

বেদবতী। স্বামিন্! এই খানে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করুণ। অত্যন্ত ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছেন। এই পবিত্র যমুনার লহরী-লীলা দেখুন; চাঁদের আলোতে কেমন নৃত্য কচ্ছে! কুল-বালাগণের সুমধুর পবিত্র গান শুনুন।

(সুশ্রুষাকরণ।)

৪র্থ কু। ওগো দেখ, দেখ, বেদবতী আপনার স্বামীকে নিয়ে উৎসব দেখ্‌তে বেরিয়েছে।

৩য় কু। আমাদের মতন ত' নয় যে দুটো গান গেয়ে হাওয়ায় হাওয়ায় ভেসে ভেসে বেড়াবে।

১ম কু। ওর ভাই ওই আমোদ! স্বামীর কিসে সুখ হ'বে তাই চেষ্টা।

৩য় কু। এই দেখ, দেখে শেখ, যদি স্বামী সেবা কত্তে হয়, তবে এমনি করে কর্‌বি যে পরকালে কাজ হ'বে।

২য় কু। হ্যাঁলা, ইহকাল আর পরকাল কিলো?

৩য় কু। যে পতিকে ভাল বাসে তার আবার কালা-কাল কি? সে চিরকালই স্বর্গসুখ ভোগ করে।

১ম কু। হ্যাঁগো! বেদবতী কেমন আছ?

বেদতী। (সরোদনে) বিধাতা যে এমন উৎকট রো-গের হাতে আমার স্বামীকে অর্পণ করেছে, তাতেই আমার প্রাণ কাঁদছে। দেখ বোন! এ জীবনে আমার এই পর্য্যন্ত হ'লো, যদি পরজীবনে সুখ পাই তা বল্‌তে পারি না।

৪র্থ কু। ছি বোন্ কেঁদোনা, কি কর্‌বে বল? ভগবা-নের কাছে কায়মনে প্রার্থনা কর, যেন তোমার পতি নিরোগ হ'ন।

বেদতী। স্বামিন্! যমুনার পবিত্র বারি কি স্পর্শ কর্‌বেন? তটিনীর শোভা কি সন্দর্শন কর্‌বেন?

(নেপথ্যে উৎসব-বাদ্য।)

বেদশী। না পতিপ্রাণা,আমায় এস্থান হ'তে শীঘ্র নিয়ে চল, আমি এখানেও অতিশয় কষ্ট পাচ্ছি।

বেদতী। তবে কোথায় যাবেন?

বেদশী। নগরের মধ্যে আমায় নিয়ে চল। ঐ শুন উৎসববাদ্য বাজ্‌চে।

বেদবতী। এ পবিত্র স্থানে কি আপনার অরুচি হ'লো? তবে আর কোন্ স্থানে সুখ পাবেন? সে কোলাহলপূর্ণ স্থানে কি সুখের সম্ভাবনা?

(উভয়ের প্রস্থান।)

২য় কু। চল ভাই আর দাঁড়িয়ে কি হ'বে, যমুনার জলে হেমঘট পূর্ণ করিগে। আবার কুঁদ ফুলের মালা আরও বেশী করে গাঁথতে হ'বে।

সকলে—

কালাংড়া—খ্যাম্‌টা।

আয়লো সজনী তোরা কে নাচিবি আয়লো।
মনসাধে প্রেম সাধ, কে মিটাবি আয় লো।
গগনে হাসিছে শশী,
ফুল ছাড়ে মৃদু হাসি,
চঞ্চল তটিনী হাসি কে দেখিবি আয় লো।
গগনে উধাও হ'য়ে,
মৃদুল পবন ব'য়ে,
অঞ্চলে সুচারু চাঁদে কে বাঁধিবি আয় লো।

(প্রস্থান।)

(পটক্ষেপণ।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(দীপ-শোভিত-বারণ্ডা-সম্মুখস্থ-রাজপথ।)

বারণ্ডার উপর সুরলতা ও সখীগণের নৃত্য গীত।

কাফি—যৎ।

মন্ মত ধন্ নাগর যদি পাই;—ও প্রাণ সজনী।
প্রেম তুফানে মন সুখে, ভেসে ভেসে যাই।
জীবন যৌবন তরি, পেলে রসিক কাণ্ডারী,
অসীম জলধি জলে ধিরি ধিরি বাই।

(বেদশীরা ও বেদবতীর রাজ-পথে প্রবেশ।)

বেদশী। পতিপ্রাণা আমার ইচ্ছা এইখানে একটু বিশ্রাম করি; আর বেশী দূর যাব না।

(উপবেশন।)

বেদতী। নাথ এ স্থানটা এত কি পবিত্র বলে বোধ হ'ল? এখানে বারবিলাসিনীদের কদর্য্য গানে কি মুগ্ধ হ'লেন?

বেদশী। এ আমার খুব ভাল লেগেছে! আর আমায় বাধা দিওনা। এ অতি পবিত্র স্থান। আমি এখানে স্বর্গ সুখ অনুভব কচ্ছি। আঃ—চিরকাল্‌টাই অন্ধকারে থেকে প্রাণটা অর্দ্ধেক ক্ষয় হ'য়ে গেছে।

বেদতী। নাথ পবিত্র হৃদয়ে থাকুন, পাপচিন্তা মনে স্থান দেবেন না।

বেদশী। পাপ চিন্তা! না—এ যে স্বর্গীয় চিন্তা! হায়! আমি কি নারকী; চিরকালটাই অন্ধকারে থেকে থেকে শরীরটা একেবারে যেন পচে গেছে! আহা, এ কেমন আলো! কেমন সুদৃশ্য! এ আলোতে কার না প্রাণ গলে যায়? যদিও আমি এ দুর্ব্বার ব্যাধিতে ভুগ্‌ছি, তবু একবার এর বদন সরোজ দেখ্‌লে এ মরু হৃদয়েও জল উব্‌চে উঠে। আঃ জ্বালা—জ্বালা—শ্রম বোধ হয়েছে।

বেদতী। (অঞ্চল দিয়া ব্যজন) নাথ শান্ত হ'ন।

বেদশী। (স্বগত) আহা—হা—হা এদের কি হাব ভাব, কি লাবণ্য ছটা, কটাক্ষ কি সুন্দর, কি ভ্রূ যুগল, ঠোঁট দুখানিতে যেন পদ্মের পাপ্‌ড়ীতে মধু গড়িয়ে পড়্‌ছে! হায়, যদি ভ্রমর হতেম, তবে এখনি চারখানি ডানায় ভর করে উড়ে বসে মনের সাধে মধুপান কত্তে পাত্তেম। না—না—না, আমার তেমন কপাল নয়। (দীর্ঘ নিশ্বাস)

বেদতী। নাথ এমন দীর্ঘ নিশ্বাস কেন ফেল্‌ছেন। কোন কি কষ্ট হয়েছে?

বেদশী। না এমন কিছু নয়। তবে—এ—,

বেদতী। আর আমার হৃদয়ে আঘাত দেবেন না। কোন কিছু কি সেবার ক্রটি হয়েছে?

বেদশী। খালি সেবার ক্রটি হয়েছে; আরে হয়েছে কি! হ'বে কি!—না—না—,

বেদতী। নাথ! কেন আপনার মন অকস্মাৎ এরূপ

হ'ল ? আমার প্রাণে যে কষ্ট হচ্ছে ; বলুন না, অভাগিনীর দ্বারা কি তা নিবারণ হ'বে ?

বেদশী। আমায় নরকের ঘোর অন্ধকারে আর ধ'রে রেখোনা ছেড়ে দাও; উঃ অত্যন্ত যাতনা !

বেদতী। কি নরকে ! আমার সঙ্গে সহবাস কি আপনি নরক মনে করেন ?

বেদশী। (স্বগত) আহা এরা যে জগৎ-সংসারকে মায়ায় আবদ্ধ করে রেখেছে তার আর আশ্চর্য্য কি ! আমি ত কোন্ ছার্ কীটানুকীট ! এরা দেব্‌বালা না অপ্সর-কন্যা ! আমি কি এ রতির উপযুক্ত মদন হ'তে পার্‌ব ?

বেদতী। স্বামিন্ ! একটা কদর্য্য বারাঙ্গনা দেখে কি একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলেন ? নাথ, এই নাম কি এখন আপনার জপমালা হ'য়ে উঠ্‌ল ? পতিপ্রাণা নাম কি অন্তর থেকে একেবারে বিলুপ্ত হ'ল ?

বেদশী। আমি কিছুই শুন্‌তে ইচ্ছা করি না। এখন তুমি আমার আজ্ঞাপালনে সম্মত কি না, এখনি বল ?

বেদতী। আপনার এমন কি কার্য্য আছে যা আমি পালন কর্ত্তে পার্ব্বো না ? যদি প্রাণ ও যায় তবু আপনার মনোরথ পূর্ণ কর্ব্বো।

বেদশী। তবে এই দণ্ডেই কর। আর দেরী ক'র না। দেখ, ঐ অপ্সরার কাছে আমাকে ল'য়ে যাও; এই আমার মনোগত ইচ্ছা। যদি পালন না কর তবে এখনি এ প্রাণ বিসর্জ্জন ক'রব।

বেদতী। নাথ, একি কথা ! আপনি নির্ধন, তাতে

আবার ব্যাধি-গ্রস্থ। আপনার কি প্রকারে গমন সম্ভব! তাতে আবার প্রচুর অর্থপণ! স্বামিন্! আপনার চরণ ধ'রে বল্‌ছি ও কুচিন্তা ত্যাগ করুন।

বেদশী। না—না—না, পা ছাড়; লাগে যে! জ্বালালে; নিতান্তই জ্বালালে; আমি গেলুম যে! না নিয়ে গেলে এখনি আত্মহত্যা হ'য়ে মর্‌ব। বলি, আমার কথা কি রাখা হ'ল না? কেবল নাথ নাথ, হাড় জ্বলে গেল যে!

বেদতী। স্বামিন্! আমি এত মুদ্রা কোথা পাব; ওগো আমি যে ভিখারীর ভিখারীণী (ক্রন্দন)।

বেদশী। আবার ছাই তাই! কানে তালা লাগল্ যে! কোথা থেকে পাবি তা আমি কি জানি। শোন্ পাপিষ্টা, যদি অদ্য থেকে সপ্তদিনের মধ্যে আমায় না ল'য়ে যাস্ তবে আমি এই প্রাতঃবাক্যে বল্‌ছি তুই বিধবা হ'বি।

বেদতী। (ক্রন্দন) স্বামিন্ কি কল্লেন? হা—দারুণ বিধি, এত দিনে তোর কি আশা পূর্ণ হ'লো? হায়! অভাগিনীর হৃদয় কি আজ দারুণ অভিসম্পাতে দগ্ধ হ'ল? এত দিনে আমার কি পতিপ্রাণা নাম ডুবল?

বেদশী। আমার বাক্য কদাচ লঙ্ঘন হ'বে না।

বেদতী। নাথ, রাত্রি প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে। গৃহে চলুন; আমি আপনার চরণ স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা কচ্চি, যে আপনার মনোভিলাষ পূর্ণ ক'রব। সপ্তদিন প্রতীক্ষা করুন অবশ্যই আশা পরিতৃপ্ত হ'বে।

বেদশী। পতিপ্রাণা আমায় ল'য়ে চল কিন্তু যদি সপ্ত-দিন অতিবাহিত হয় তবে আমার নিশ্চয়ই মৃত্যু হ'বে।

(উভয়ের প্রস্থান।)

(কুলবালাগণের গান গাহিতে গাহিতে রাজ-পথে প্রবেশ।)

ঝিঝিট-খাম্বাজ—কাশ্মিরী-খ্যাম্‌টা।

ওই ডোবে আধ-শশী গগণ-বিতানে হায়!
নিবু নিবু তারাদল, মেঘেতে মিলায়ে যায়।
এখনি হাসিবে ঊষা, পরিবে অরুণ ভুষা,
ফুল ছাড়ি আধ-হাসি, নাচিবে মলয়-বায়।
নিশার নীহার মাখি, গাহিবে বনের পাখী,
ক'রে খেলা বন-বালা, কানন মাতাতে চায়।

(গৃহাভিমুখে প্রস্থান।)

(পটক্ষেপণ।)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(সুরলতার গৃহ।)

[সমার্জ্জনী হস্তে বেদবতী গৃহ পরিচর্য্যায় নিযুক্তা।]

বেদতী—

ভৈঁরো—আড়াঠেকা।

সুহাসিনী উষারাণী মেলিছে চারু নয়ন।
আঁখি জল মুছিতেছি ধরিয়া নব জীবন।
তরুণ অরুণ নব, হাসি হাসি আসি নভ,
ছড়াইছে কর-জাল উগারি কিরণ;
সরসি-কমল-বালা, রবিপ্রেমে সচঞ্চলা,
দুলিছে পবন সহ পরিয়া স্বর্ণ-ভূষণ।
মধু পানে মাতোয়ারা, ভ্রমরে হইয়া সারা,
উড়িছে প্রমোদভরে করি প্রেম-আলাপন।
আর কি ঘুমাবে মাগো মেল দুটী সুনয়ন।

মা ব্রহ্মময়ী! আমার স্বামীর মনোভিলাষ পূর্ণ করো মা।

মাগো, বেশ্যার দাসী হয়েছি। মা করজোড়ে কায়মনে এই ভিক্ষা চাচ্ছি যেন আমার প্রার্থনা পূর্ণ হয় মা। মাগো যদি স্বামীর আজ্ঞা লঙ্ঘন করি তবে আমার বৈধব্যদশা উপস্থিত হ'বে। জগতজননী! আর কষ্ট দিও না। মা অত্যন্ত ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছি।

(উপবেশন।)

(সুরলতা, নয়না, বিমনার গান গাহিতে গাহিতে প্রবেশ।)

পিলু—ঝাঁপতাল।

কে তুমি লো ফুল-বালা উষার নীহারে ভাসি।
গগনে নয়ন রাখি, আলু-থালু-কেশ-রাশি।
বহিছে হতাশ শ্বাস, অধরে ঝরে না হাস,
গ্রাসিয়াছে রাহু যেন পূর্ণিমা-সুচারু-শশী।

সুর। (অশ্রু মুছাইয়া দিয়া।)
কেনো সখি পাগলিনী পারা,
নয়নে ঝরিছে অশ্রু তোর?
মরমে মরিয়া কেন হয়েছিস্ সারা?
সুখের স্বপন কিলো ভোর?

নয়না। না—না সখি, হ'বে দেব বালা,
ছলনা করিতে তোরে হেথা—
ত্যজিয়া কমলা-ভ্রম—আপনি কমলা!

বিমনা। সখি! দেখ দেখ, ভেবে বুঝি আপনা হারায়!
নিদাঘ লতিকা ইটি,
ছিন্ন হয়ে ছুঁয়ে মাটি,
আছে পড়ে এক পাশে, তপন জ্বালায়!

বেদতী। শুনাতে তোরে মনেরি কথা,
দেখাতে তোরে মরম ব্যথা,
আসিয়াছি দাসী বেশে তোর নিকট ছুটিয়া।

স্বর। (ক্রোড়ে করিয়া।)
বল শুনি প্রাণধ'রে তব দুখ-কাহিনী,
সঙ্গোপনে দাসীপণে কেবা সাজে রমণী?

নয়না। কেন লো ললনা, কিলাগি ভাবনা,
বিষাদ-সলিলে ডুবায়ে কায়।
আধ আধ মরি, সুধাস্বর ক্ষরি,
ধিরি ধিরি মরি, মিলায়ে যায়!

বেদতী। সখি! আমি চির-অভাগিনী নারী এজনমে।
হইয়াছি দাসীপণে ব্রতী তবালয়ে।
পতির বাসনা মম পূর্ণ করিবারে।

স্বর। কি তব পতির বাঞ্ছা কহ সুলোচনে?

বেদতী। বল সখি! সত্য করি পূরাবে কি আশা,
অধিনীর। সঁপিলাম জীবন মরণ
আজি তব করে।

স্বর। হও সাক্ষী চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা আদি।
দেখুক মা ধরিত্রী জননী ত্রিনয়নী;
পূরাইব তব পতিবাঞ্ছা বিনোদিনী।

বেদতী। তবে এত দিনে সিদ্ধ মনোরথ মম।
আমার পতির বাঞ্ছা বঞ্চিতে রজনী,
তব সহ বাস ইচ্ছা।

সুর। ল'য়ে এস পতি তব আজিকা রজনী।
অবশ্য হইবে পূর্ণ মনোসাধ।

বেদতী। ধন্য আমি হইয়াছি ওলো, সুনয়নী।
মম বাক্যে হ'বে তুমি ত্রিদেব বাসিনী।
সংসারে পাপের জ্বালা ঘুচিবে তোমার।

(সুরলতা, নয়না, ও বিমনার গান ও নৃত্য।)

কাফি-সিন্ধু—যৎ।

নিয়ে এস ত্বরাকরি তোমার সে গুণমণি।
হৃদয়েরি সুধা দিব, মধুমাখা হাসি দিব,
চঞ্চল নয়ন দিব, প্রেমসুখে দিন যামিনী।
চুরি করে চাহনী ন'ব, ন'ব তার ঐ হৃদয় খানি।

(সকলের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(সুরলতার গৃহ।)

সুরলতা আসীনা।

পিলু-বাঁরোয়া—খ্যাম্‌টা।

সুর। কোন্ সাধে দিব প্রাণ হ'লো একিদায় রে।
যৌবন-সৌরভ-মধু কে লুটিতে চায় রে।
লুটিতে কুসুম-মধু, নাহি জোটে অলিবঁধু,
যামিনীতে কামিনীর মরম গলায় রে।

পুরুষ ভ্রমর। সরোবরে পদ্মফুল ফুট্‌লেই সৌরভে ভোঁ ভোঁ ক'রে অন্ধ হ'য়ে উড়ে উড়ে মধুপানে মত্ত হয়। যখন সে ফুলটী শুকিয়ে যায়, তখন উড়ে গিয়ে আবার নূতন ফুলের মধু খায়। তা এদের মত অবিশ্বাসী আর কে জগতে আছে? নারী জাতির সতীত্ব নষ্ট করাই এদের স্বভাবের ধর্ম্ম। কথায় বলে অবলা নির্ব্বলা। তা আমাদের জোর কি বল! আমাদের হৃদয় ফুলের চেয়ে ও কোমল; যখন যে জোর করে মধু পান কর্ত্তে চায়, তখনি তাকে প্রাণভোরে হৃদয় খানি বিলিয়ে দিই। একি! কে আস্চে? যা এতক্ষণ ভেবে ছিলুম তাই! তবু ত প্রতিজ্ঞা থেকে উদ্ধার হ'ব। ছি! ছি! কি অধর্ম্ম! হৃদয় দিই বলে কি সকল-

কেই দিতে হ'বে ? হায়! হায়! মা জগত জননী! শেষে কি না একটা গলিত-কুষ্ঠকেও আত্মবিসর্জ্জন কর্ত্তে হ'ল! তা কি করি ; বেদবতীর কাছে প্রতিশ্রুত।

(বেদশীরার প্রবেশ।)

বেদশী। আজ যথার্থই আলোতে এলেম। এতক্ষণ প্রাণটা ঠাণ্ডা হ'ল। পতিপ্রাণা কি কষ্টই দিয়ে ছিল না জানি।

স্থর। যদি ঠাণ্ডা হ'লেন তবে তাই হ'ন।

(সখীগণের চামর ব্যজন করিতে করিতে প্রবেশ ও নৃত্য গীত।)

খাম্বাজ—কাওয়ালি।

এবে চলো পুলকে পূরি সহচরী।
প্রেম-কামনা পূরণ করি।
প্রাণে প্রাণ বাঁধি, করে ধরে সাধি,
নাগরে চামরে ব্যজন করি।

বেদশী। আহা,—হা—হা মধু ঢেলে দিলে গো! (স্বগত) কিন্তু পিপাসা, অত্যন্ত যাতনা! (প্রকাশ্যে) যদি আপনারা স্নিগ্ধবারি এনে দেন তবে পান ক'রে পিপাসা নিবারণ করি।

নয়না। ওলো ভাই, [illegible] এগোয় না তেষ্টা এগোয়?

বিমনা। ওলো নাগর যে খাবি খেয়ে সারা হ'ল! বলি ও নাগর প্রেমের সাগরে পড়ে হাবু ডুবু খেয়ে, জল খেতে ইচ্ছা হ'য়েছে নাকি?

নয়না। ও ভাই মনের সাধে সাঁতার দাও, পিপাসা মিট্‌বে এখন।

পিলু—খ্যাম্‌টা।

শঠ মধু-কর, ও—নটনাগর।
কামে জ্বর জ্বর, লাজে মরিহে,
প্রমদানে ওহে সুধা বিতর; ও—নটনাগর।
প্রাণ-সোহাগিনী; ধর তবহে।
পিও সাধে মধু, ক'রো না জোর; ও—নটনাগর।

বেদশী। এই তোমাদের সখীর প্রেমসাগরে প'ড়ে নাকাল হয়েছি। এখন একটু জল দিয়ে প্রাণ বাঁচাও। যাতনা—

সুর। (হাস্য করিয়া) ও সখি! ত্বরা করে স্বর্ণঝারি ও মৃণ্ময়ঝারি ক'রে জল আন তো।

নয়না। চল ভাই আবার গলায় বাধ্‌বে।

(সখীগণের প্রস্থান ও মৃণ্ময় ও সুবর্ণঝারি লইয়া পুনঃ গান গাহিতে গাহিতে প্রবেশ।)

ভৈরবী—খ্যাম্‌টা।

পিওরে পিয়াসভরে সুধা-সম প্রেম-বারি।
পরাণ শীতল হ'বে; হের, চাতক তোমারি।

বিরহিনী চাতকিনী, তব প্রেমে-পাগলিনী,
হরিষে বিষাদ গণি, মরি নয়নে না হেরি।

বেদশী। (স্বর্ণ-পাত্রের জল পানান্তর) এ জল এত বিস্বাদ কেন?

স্থর। তবে ঐ মৃণ্ময়-পাত্রের জল পান করুন দেখি?

বেদশী। (পানান্তর) অতি শীতল, মিষ্টাস্বাদ।

স্থর। তবে স্বর্ণ-পাত্রের চেয়ে মৃণ্ময়-পাত্রের জল ভাল লেগেছে?

বেদশী। হাঁ, এই আমার ভাল লেগেছে।

স্থর। তবে আপনি চিরকালই ঐ পাত্রের জলপান করুন। আপনার স্বর্ণ-পাত্রের প্রয়োজন নাই। তবে আমি চল্লুম, মহাশয় বিদায় দিন।

বেদশী। অ্যাঁ! কোথায় যাবেন? কেন? উঃ! এত ক্ষণে আমার চৈতন্য হ'ল। কি এ জড় হৃদয়ে জঘন্য বাসনা! যেনেছি; যেনেছি; এ ঘোরপাপীর ঠিক প্রায়শ্চিত্ত হ'য়েছে; আপনার কাছে আমার জ্ঞানশিক্ষা হ'ল। উঃ! পতিপ্রাণা— পতিপ্রাণা, তুমিই আমার সেই মৃন্ময়-পাত্র। স্বর্ণ-পাত্রে প্রয়োজন নাই। কোথায়; আমায় নিয়ে চল—চল—

(বেগে প্রস্থান।)

স্থর। সখি আমার ও বিলক্ষণ জ্ঞান হ'ল। আর না; আর এ পাপ সংসারে থাকৃব না। এখন এ সংসার আমার পক্ষে নরক বলে বোধ হ'চ্ছে!

(সকলের নৃত্য ও গীত।)

খাম্বাজ—একতালা।

ফুরাল আশা, ফুরাল ভরসা,
নারী জনমের হ'ল সাধনা—রে।
প্রাণ কাঁদে হায়, দুঃখ কব কায়,
তুষানলে তনু দহে যতনা—রে।
পাপে জ্বরজর, সহেনাকো আর,
এস করি বিভুপদ কামনা—রে।

(সকলের প্রস্থান।)

(পটক্ষেপণ।)

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।
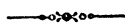
[বন্য-মধ্যস্থ-পথ]

(মেঘ, ঝড়, বৃষ্টি, বিদ্যুৎ, বজ্রাঘাত।)

[শূলারোহণে মাণ্ডব্য-মুনি ধ্যানে নিমগ্ন।]

(বেদশীরা ও বেদবতীর প্রবেশ।)

বেদবতী—

বেহাগ—কাওয়ালি।

এ ঘোর গহনে কেন পসিনু আসিয়া ;
আঁধার নিশা, গ্রসিছে ক্ষণে ক্ষণে,
চপলা নাচি নাচি খেলায় নয়ন ধাঁধি।
নাহি তারা-চন্দ্রমা-বিমল-হাসি,
বর্ষে বারিদ অম্বর ফাটি রে ;
ব'হে মারুত স্বন্ স্বন্ তেজে,
ভাঙ্গিছে তরু দলে রঙ্গে ভঙ্গে।
এস প্রাণনাথ! জুড়াই এ হিয়ে,
সঁপি পরমেশে এ দুটী প্রাণিরে।

অশ্রু ধরি দিব উপহার—
ঘুচাব এ জ্বালা হায়!
ওই গর্জ্জে জলন্ত অশনি খেলি।
কাঁপি তরাসে পরাণে মরিরে!
বনে বনে ফিরি কেমনে পোহাব একাল নিশিরে।

বেদশী। এই ত এত দূর এলেম, কিন্তু কোথায় ত' জন-প্রাণি ও দেখ্‌তে পেলেম না। এই যে! ইনি কে! সুত্যুই ত,' তাপস বলে বোধ হ'চ্ছে। (নিকটে গিয়া গাত্র স্পর্শ করিয়া) আপনি যেহ'ন আমরা অতি নিরাশ্রয়; আজ মেঘ, ঝড়, বৃষ্টিতে এখানে এসে পড়েছি, আমাদের রক্ষা করুন। কি কষ্ট! প্রাণ যায়।

বেদতী। নাথ! উনি যোগ-সাধন কচ্চেন; যোগবিঘ্ন দেবেন না।

বেদশী। কে তুমি? তাপস! এ বিজন অরণ্যে ও কি আশ্রয় দেবে না? সর্ব্ব শরীরের গ্রন্থিগুলা ভিজে, শীতে অসাড় হ'য়ে এল যে! আর ক্ষণমাত্র ও যে দাঁড়াতে পাচ্চিনা। এইরূপে তাপস-ধর্ম্ম কি পালন করেন?

মাণ্ডব্য। (হঠাৎ ক্রোধ-ভরে গর্জ্জিয়া শাপ প্রদান।)

কেরে দুর্ম্মতি তুই পাষণ্ড পিশাচ!
জ্বলন্ত অনলে দিলি পরাণ আহুতি।
ভাঙ্গালি এ যোগ নিদ্রা। শোন্‌রে পাতকী
বাহিরিবে প্রাণ বায়ু, সমুদিত হ'লে
কনক-উদয়াচলে দীপ্তদিনমণি।

থাকিবি অনন্তকাল প্রেতযোনী হ'য়ে
চির অন্ধতম ঘোর পাতালের পুরে।
আবার বলিরে শোন্ মূঢ় নর—'
যতক্ষণ নাহি উঠে দেব দিনমণি ;
ততক্ষণ তরে তোর সংক্ষিপ্ত জীবনী।

বেদতী। কি শুনিনু নিদারুণ বজ্রসম বাণি !
একি এ বারতা মুনিবর ! অঞ্চলের
নিধি হরিয়া কি নেবে নিঠুর শমন ?
কনক-উদয়াচলে এলে দিনমণি।
বনের তাপস কিহে এই তব রিতি ?
কাঁদালে অবলা বালা শোক পারাবারে ;
অজ্ঞান তাপস তুমি বিদিত জগতে।
পতি-পদে চিত্ত যদি থাকে অহরহ ;
সতী যদি হই এ জগতে ! * *
বলিতেছি উচ্চকণ্ঠে নভ-নিষ্কনিয়া ;
চির-অন্ধতম-ঘোর-নিবিড়-আঁধারে
ঘেরিবে এ পৃথিবীর, নিবিড় নীলিমা
যথা পাতালের গাঢ়তম ধূমে। * *
না উঠিবে দিনমণি ; নিষ্প্রভ হইবে
যত সৌর-কর-রাশি— * * * *

(মেঘগর্জ্জন ও বজ্রনাদ।)

মাণ্ডব্য। তুই আমি হইয়াছি ওলো বরাননে।

পতিপদ বাঞ্ছা যদি কর বিনোদিনী।
দেখাও সতীর আজি পরীক্ষা জগতে।

(প্রস্থান।)

বেদশী! ওঃ—পতিপ্রাণা আমায় ধর—ধর—ধর—ব্রহ্মশাপে হৃদয় ভস্ম হয়ে গেল।

(মূর্চ্ছিত হইয়া পতন।)

(মেঘ-গর্জ্জন ও বজ্রনাদ।)

বেদতী। (বেদশীরার মস্তক ক্রোড়ে করিয়া)

জয়জয়ন্তি—আড়াঠেকা।

একিরে বিষমবাজ পড়িল হৃদিমাঝারে!
পতিপ্রাণা মরে বুঝি এইবার প্রাণে।
হৃদয় অন্তর জ্বলে, ভস্মশেষ হ'ল বলে,
প্রবেশিয়া চিতানলে, জুড়াব জীবনে।
পরাণ আহুতি দিব ও পদ ধরি অন্তরে।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।
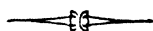
(গ্রাম-পল্লি।)

(লাঙ্গল কাঁদে দুই জন চাষার গরু লইয়া প্রবেশ।)

১ম চা। হ্যেদে! দ্যাখ্, দ্যাখ্, ম্যাঘে কি চ্যাক্‌নাই মার্‌ছে। বিধেতা কি খেল্‌ই খেল্‌ছে। এই সাত দিন ধরে রাতই চল্‌ছে! ঘুমে চোক্ ঝেন ঝিমিয়েই র'য়েছে।

২য় চা। কন্ থেকে চাস করি, লাঙ্গল দেই। আর পেটি ঝে চলে না; মোরা কি খাতি না পেয়ে সারা হ'ব না কি?

১ম চা। ওরে বেষ্কার রাজত্বি আর থাক্‌বে না। ছিষ্টি বুঝি উল্‌টে যাবে রে। মরাগাঙ্গের বানের জলে ক্ষ্যাত ঝেন নৈরেকার! এবার সব জলইত ছিঁছে ছিঁছে নড়া ছিঁড়্‌তি নেগেছে। তবু ক্ষেত্ ঝেন ভেস্‌তে নেগেছে।

২য় চা। চল্ চল্ ১২।১৩ টা গরু বাছুর আর বসি খাতি দিতি পারি না। ছ্যালা পুলা গুলা সব না খাতি পেয়ে, মারা যাবে ঝে।

১ম চা। হ্যাদে বাপ্‌পা, সতীর কি ত্যাজ মাহিত্যি হেই দেখ্‌লিতো; এই সাত দিন ধ'রে চাকি ম্যাঘের ভিতর থেকে ডরে বা'রাল না। আর কদ্দিন চলে দেখ।

২য় চা। চল্ চল্ লাঙ্গল দেইগে।

(উভয়ের প্রস্থান।)

(একজন স্ত্রীলোকের সন্তান লইয়া প্রবেশ।)

সন্তা। মা রাত পোহায় না যে মা; কিছু খেতে দেনা মা; পেট জ্বলে গেল যে মা। (ক্রন্দন)

স্ত্রী। কোথাকার বাকুড়ে ছেলে ভোর হ'তে দে, তবে খাস্। রাত্তিরেও গেলন! হাড় মাস খেয়ে ফেল্লি সে....

সন্তা। না মা, রাত পোহায় না যে মা। এ যে বড্ড বড় রাত! আমার পেটে যে লাগে মা!

স্ত্রী। আঃ বাবারে বাবা, পোড়া ছেলের জ্বালায় যেন আমায় এই কাল্সাঝিতে নাস্তানাবত করে ফেল্লে। চ বাবু ঘরে চ।

নেপথ্যে—বলি ও মধুর মা এত রাত্রিতে ছেলে নিয়ে বেরোতে হয় বাছা। আয় বাছা ঘরে আয়। সর্ব্বস্ব খোলা আছে যে, চোরে যে সিঁদ্ দিয়ে নিয়ে যাবে; আয়গো—আয়—নিয়ে আয় গো।

স্ত্রী। যাচ্ছি ঠাকরণ। রাত দিন কি ঘুমানো যায়গো।

(নারদের প্রবেশ।)

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

নারদ—

ত্বং হি দেবী জগৎকর্ত্রী বিশ্বমোক্ষ-প্রদায়িনী।

আগম নিগম মাগো চতুর্ব্বেদ-প্রসবিনী।

রবি শশী, তারা জ্বলে, তোমারি চরণতলে,
গাইয়া তোমার গান, অস্তাচলে যায়।
অনন্ত নীলিমা রাশি, চৌদিকে রয়েছে ভাসি,
রক্ষ মাগো ভব দারা, তুমি বিশ্ব-জননী।

একিরে প্রলয় কাল বিকট-ব্যাদানে,
গ্রাসিতেছে ক্ষণে ক্ষণে বিশ্ব-সৃষ্টি-মাঝ।
গৃধিনী পেচক, শিবা বিপুল চীৎকারে,
ফাটাইছে স্বভাবের হৃদয় অন্তর।
গভীর নিবিড় নিশা, ঘেরেছে চৌদিক!
নাহিক পূর্ণেন্দু-হাস প্রকৃতি-আননে।
ভারত-হৃদয়-রবি কোথায় লুকাল?

(প্রস্থান)

(পটক্ষেপণ।)

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গার্ভাঙ্ক।

(পর্ব্বত-বন।)

[সূর্য্যের কিরণাভাস।]

(বেদবতীর ক্রোড়ে বেদশীরা মূর্চ্ছিত।)

বেদতী—

আলাইয়া—আড়াঠেকা।

ফিরে যাও দিনমণি আঁধারি হৃদি-গগন।
এখনি মরিবে প্রাণে অধিনীর প্রাণধন।
বিকাশিলে বিভাবরী,
আসিবে শমন অরি,
জন্ম-শোধ ল'য়ে যাবে মম পতি ধন ;
বৈধব্যদশাতে দেব পতিত হ'বে জীবন।

হা দেবাদিদেব আদিত্য! তোমার চরণ ধ'রে মিনতি কচ্চি এ অধিনীকে শেষে অন্তিম দশায় আর ফেলো না ; হয় এখনি ফিরে যাও না হয় শত সহস্র ভানুর তেজ-পুঞ্জ কিরণে এছার্ হৃদয়কে ভস্মকর।

(নারদের প্রবেশ।)

নারদ। মা ক্রন্দন সংবরণ করুন। আর না; মা ব্রহ্মাণ্ড-ধ্বংশ হয়। একমাত্র দিবাকরের অভাবে জীবজন্তুগণ হাহা-কার কচ্ছে। আপনার আজ্ঞায় যামিনী যে প্রভাত হ'তে পাচ্চে না। শৃগাল, পেচক, বাদুড় প্রভৃতি রাত্রিচর জীব-গণের কোলাহলে যে কর্ণ বধির হচ্চে। তারকা-মালা আর রশ্মি নির্গত কর্ত্তে না পেরে অতিশয় ক্লান্ত হ'য়ে মিট্‌মিট্ কচ্চে। মা, আর কেন? যামিনীকে বিদায় দিন।

বেদতী। প্রভো! (প্রণত হইয়া) যামিনী প্রভাত হ'লে যে প্রাণপতি আমায় পরিত্যাগ কর্ব্বেন।

নারদ। মা! জগতে তুমি আজ যথার্থই সতীত্বের পারা-কাষ্ঠা দেখালে? মা তোমার পতির জীবন ভিন্ন সৃষ্টি লোপ হয় মা। মা! ক্ষণকালের তরে বৈধব্য-দশা ভোগ কর্ত্তে হ'বে। যামিনী যেন ফিরে যায় এই আদেশ কর।

বেদতী। আমার স্বামীর গলিতকুষ্ঠ আরাম হ'ক; প্রভো এই বরদিন; তবে ডাকব।

নারদ। তথাস্তু; আমার বরে তোর স্বামীর কন্দর্পের ন্যায় শরীর হ'বে।

বেদতী। মা যামিনী! একবার এইবার এই দিগে আসুন; আপনার আগমনে আমার স্বামীর দেবতুল্য শরীর হ'বে।

বেদবতী—

সোহিনী-বাহার—ঝাঁপতাল।

এসগো স্বপন রাণী চাঁদের কিরণ প'রে।
ঢুলু ঢুলু দুটী আঁখি মুদিতেছ ঘুম ঘোরে!
এলো চুলে, তারা দোলে, ফুলদল পদতলে,
নীহার মুকুতা গলে, অধরে সঙ্গীত ঝরে।
তোর কোলে মাথা রাখি, গায় যত বনপাখী,
জোনাকী হীরক হারে শোভে তোর ছায়া ঘেরে।
তটিনী হিল্লোল ক'রে, ভাসে তোর গলা ধ'রে,
মলয়-সুরভী-শ্বাস ব'হে যায় থরে থরে।

(যামিনী-বালার গান গাহিতে গাহিতে
প্রবেশ।)

মিশ্রহাম্বির—কাওয়ালি।

হের খল, খল, যামিনী হাসি।
শোভে সুবিমল-শারদ শশী।
তারাদল ছোটে, ফুলগুলি ফোটে,
নড়ে সমীরণে চারু-তরু-রাজী॥
মুদিত শত-দল, সরস ঢল ঢল,
জাগে কুমুদিনী প্রমনীরে ভাসি।

যামিনী। মা এসেছি; কি বল্‌চ মা; আমি ত যাইনি।

বেদতী। মা এইবার যান, কনক-উদয়াচলে দিনমণি উদয় হ'বে।

যামিনী। মা! আমি গেলে যে তোর বৈধব্য-যন্ত্রণা উপস্থিত হ'বে। মা! মা হ'য়ে মেয়েকে কি করে বিধবা হ'তে দেখব?

পরজ—ঝাঁপতাল।

সরসে কমল-বালা আঁখি মেলে চায় না।
ভ্রমরেতে ঘুম ঘোরে গুণ গুণ করে না।
খুলে বেণী কুমুদিনী, শশী-প্রেমে-পাগলিনী,
দলে দলে, ঢলে ফুটে, নিশিতে ঘুমায় না।
ফুলে ফুলে, বুলে বুলে, মলয় আকুল দুলে,
তারা-দলে চলে চলে, নিরদে মেশায় না।
নেহার গগনে শশী, যামিনী যে যায় না।

নারদ। যামিনী! তুমি গমন কর। গোশৃঙ্গে সর্ষপ পড়্‌তে যতটুকু সময় লাগে ততক্ষণ মা বিধবা হ'বে। মা ভগবতী সতীকে এসে স্বয়ং ক্রোড়ে কর্ব্বেন; আপনি যান।

(যামিনী-বালার প্রস্থান।)

বেদতী। বৈধব্য-যন্ত্রণা কি করে ভোগ কর্ব্ব? প্রভো! আপনার পক্ষে এই সময় টুকু অতি অল্প বলে বোধ

হ'চ্ছে বটে ; কিন্তু এ অভাগিনীর পক্ষে যে যুগযুগান্ত বলে বোধ হ'চ্চে।

নারদ। মা! তা নইলে তোকে পতিপ্রাণা মেয়ে বল্‌ব কেন ? মা! এই দেখ্, স্বয়ং ভগবতী তোকে কোলে কর্ত্তে আস্‌ছে।

(জ্যোতির্ম্ময় কিরণ প্রকাশ)

(ভগবতীর সহিত দেববালাগণের গান গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

সিন্ধুড়া—যৎ।

দেখ দেখ অস্তাচলে, গেল চলে, দুখ নিশী।
কর বালা, সুখে খেলা, পতিসনে প্রাণে মিশি।
কনক-উদয়াচলে, ওই দেখ কুতূহলে,
মিলিত হইল আসি, রবিসনে হাসি শশী।

ভগবতী। আয় বাছা কোলে আয় জুড়াবি এ জ্বালা।
ভূধর-শিখর ছাড়ি এসেছি লো সতী।
জ্বলিতে হ'বে না বালা শোকের দহনে।
থাকিবি অনন্তকাল ল'য়ে প্রাণ-ধনে।
মোছ মা অঞ্চলে দুটী কমল নয়ন।

নারদ। মা ভগবতী! সতীকে ক্ষণকালের ত'রে তবে ধরুন ; যেন মূর্চ্ছিত হ'য়ে না পড়ে।

(ভগবতীর সতীকে ধারণ, বেদশীরার
কন্দর্পের ন্যায় ও বেদবতীর রতীর
ন্যায় কলেবর ধারণ।)

বেদশী। (গাত্রোত্থান করত) কে আমার সুখের স্বপন ভাঙ্গালে? একি! মা ভগবতী! শান্তির বিরাম দায়িনী পবিত্র মূর্ত্তি! একি মহর্ষি নারদ যে এখানে দীনের ন্যায় দণ্ডায়মান। আপনাদের চরণে শত সহস্র প্রণিপাত করি।

(প্রণত হওন।)

ভগবতী। বাছা উঠ; অমরাবতীতে গিয়ে অমরত্ব লাভ কর্ব্বে এস।

বেদশী। আজ ব্রহ্মাণ্ড নয়ন-অর্গল মুক্ত ক'রে দেখুক; যে সতী স্ত্রী হ'তে এক জন ঘোর নারকী, নিষ্ঠুর, অকৃতজ্ঞ স্বামীর জীবন লাভ হ'ল। আজ রাহুমুক্ত-শশধরের বিমল-জ্যোতি বিকীর্ণ হ'ল; সাধ্বীর প্রতাপে আজ ভয়ানক ব্যাধি হ'তে অব্যাহতি পেলুম। বেদবতী! স্বামী হৃদয়ের অমূল্য রত্ন! আমার পাপ মার্জ্জনা কর; আমি কত তোমাকে কুবচন বলিছি; বিনীতভাবে বল্‌ছি সব মার্জ্জনা কর।

বেদতী। নাথ এস, আর কেন? এখন প্রাণভরে হৃদয় খুলে আলিঙ্গন করি, অনেকক্ষণ বিরহ-যন্ত্রণা ভোগ করিছি। আর সহ্য কর্ত্তে পারি না।

(পরস্পর আলিঙ্গন।)

নারদ। আজ ব্রহ্মাণ্ডের হৃদয়ে বজ্রধ্বনিতে প্রতি-ধ্বনিত হউক, "জয় সতী নারীর জয়"

প্রতিধ্বনি—

"জয় সতী নারীর জয়"

ভগবতী। মা তোমার আদর্শ দেখে আজ জগৎ শিক্ষা করুক।

(দেববালাগণের গান।)

দেশ-সাহানা—খ্যামটা।

কানন ভরিয়া মরি, কুসুম হাসিল—রে।
মলয় নাচিল, অরুণ উদিল,
বিহগ গাহিল—রে।
ভুবন পূরিল, সৌরভ ছুটিল,
মাধুরী খেলিল—রে।
পতিসনে পুনসতী, প্রণয়ে মাতিল—রে।
পবিত্র প্রণয় আজু, জগ হেরিল—রে।

যবনিকা পতন।